# ভবিষ্যতের নবী ‘আল-আমীন’

দিন কাটতে লাগলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় হতে থাকলেন। শিশু থেকে পরিণত হলেন কিশোরে। সবাই আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করতে লাগলো, এই বালকটি অন্য সব বালক থেকে আলাদা। কারো সাথে কোনো মারামারি নেই। গালাগালি নেই। একটা মিথ্যা কথাও সে কোনোদিন বলে না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব গুণ দেখে মক্কার সবাই মিলে তাকে ‘আল-আমীন’ বলে ডাকতে লাগলো। ‘আল-আমীন’ অর্থ সত্যবাদী, বিশ্বস্ত।

তোমরাও যদি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো ভালো হতে চাও তাহলে এখন থেকেই আর মারামারি করা যাবে না। কাউকে মন্দ কথা বলা যাবে না। মিথ্যা কথাও বলা যাবে না। কী, পারবে তো মানতে?

# দেশের সেবায় নবীজী

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কিশোর থেকে তরুণ হলেন সে সময় মক্কায় ভয়াবহ এক যুদ্ধ শুরু হলো। একদিকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের গোত্র কুরাইশ। অন্যদিকে আরবের বড় একটি গোত্র হাওয়াযিন। দু’গোত্রের মধ্যে দীর্ঘ চার বছর এ যুদ্ধ চললো। এ যুদ্ধের নাম ছিলো হারবুল ফিজার। কত শত মানুষ যে এ যুদ্ধে মারা গেলো তার কোনো হিসেব নেই। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। ভাবতে লাগলেন কিভাবে এ যুদ্ধ বন্ধ করা যায়।

অনেক আলোচনার পর অবশেষে যুদ্ধ বন্ধ হলো। কিন্তু এখন চিন্তার বিষয় হলো– সামনে থেকে এমন যুদ্ধ যেনো আর না বাঁধে সেজন্য কী করা যায়? এ ভাবনা থেকেই কুরাইশ গোত্রের কিছু মানুষ একটি শান্তিচুক্তি করার জন্য একত্র হলো। এ শান্তিচুক্তিকে বলা হয় ‘হিলফুল ফুযুল’।

# হিলফুল ফুযুলের শপথ

হিলফুল ফুযুলের মাধ্যমে সবাই শপথ করেছিলো–

–দেশ থেকে অশান্তি দূর করার চেষ্টা করা হবে।

–বিদেশী মুসাফিরদের হেফাজত করা হবে।

–দরিদ্র ও অসহায় লোকদের সাহায্য করা হবে।

–অত্যাচারীদের প্রতিরোধ করা হবে।

মজার বিষয় কী জানো? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স তখন খুব বেশি না হলেও তিনি হিলফুল ফুযুলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। বড় হওয়ার পর তিনি যেহেতু সমাজকে পরিবর্তন করার কাজ করবেন সেটার প্রস্তুতি হিসেবে তিনি ছোট থাকতেই সমাজের শান্তি শৃংখলা ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু করেছিলেন।

তোমরাও যদি বড় হয়ে দেশ ও সমাজের জন্য কিছু করতে চাও তাহলে এখন থেকেই তার প্রস্তুতি নিতে হবে। বুঝতে পেরেছো?

# নবীজীর বিবাহের গল্প

এবার আমরা নবীজীর বিয়ের গল্প জানবো। তার আগে ছোট্ট আরেকটা গল্প জেনে নিই। মক্কায় খাদীজা নামের একজন ভদ্র মহিলা ছিলেন। তিনি নিজের ব্যবসায়িক কাজ পরিচালনার জন্য একজন বিশ্বস্ত লোক খুঁজছিলেন। মক্কায় তখন নবীজী সাল্লা-ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে বিশ্বস্ত আর কাকে পাওয়া যাবে বলো? তাই তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই এ কাজের জন্য উপযুক্ত মনে করলেন।

ততোদিনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিশোর থেকে যুবক হয়ে গেছেন। যুবক নবী ব্যবসার পণ্য নিয়ে সিরিয়ায় রওয়ানা হয়ে গেলেন। সাথে নিয়ে গেলেন খাদিজার গোলাম মাইসারাকে। সেবারের ব্যবসায় অন্যসব বারের তুলনায় অনেক বেশি লাভ হলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অল্প সময়ের মধ্যে সব পণ্য বিক্রি করে ফেললেন। এরপর সেখান থেকে কিছু পণ্য মক্কায় বিক্রি করার জন্য নিয়ে এলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সাফল্য দেখে সবাই অনেক আশ্চর্য হলো। সবচেয়ে বেশি খুশি হলেন মহিয়ষী খাদিজা।

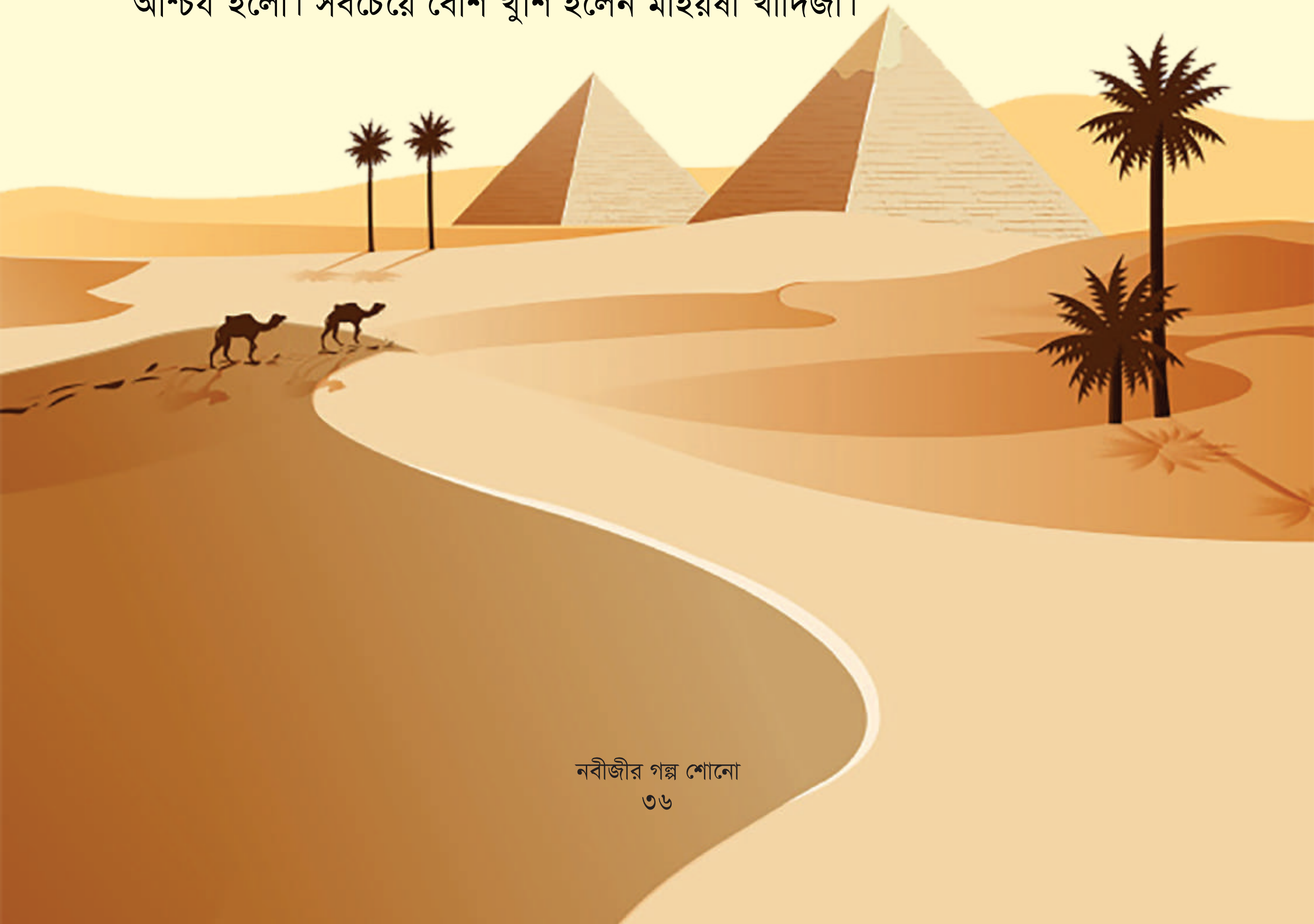

মহিয়ষী খাদিজা ছিলেন একজন বিধবা মহিলা। তার স্বামী আগেই ইন্তেকাল করেছিলো। সিরিয়া থেকে ফেরার পর তিনি মাইসারার কাছ থেকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সততা, বিশ্বস্ততার কথা শুনে তার প্রতি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলেন।

চাচা আবু তালেবের সাথে পরামর্শ করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়েতে রাজি হয়ে গেলেন। একদিন একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে তাদের বিয়ে হয়ে গেলো। শুরু হলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাম্পত্য জীবন।

# নতুন করে নির্মাণ হলো কা'বা শরীফ

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়ের পর প্রায় দশ বছর কেটে গেলো। এরমধ্যে একবার মক্কায় বন্যা হলো। সে বন্যায় কা'বা ঘরের দেয়ালে ফাটল দেখা দিলো। এমনিতেই সে দেয়াল ছিলো অনেক দিনের পুরনো। তার উপর এই ফাটল দেখে সবাই খুব ভয় পেয়ে গেলো। যেকোনো সময় এই দেয়াল ভেঙ্গে পড়তে পারে সেজন্য সবাই মিলে নতুন করে কা'বাঘরের নির্মাণ কাজ শুরু করলো। নবীজী সাল্লা-ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এই কাজে অংশগ্রহণ করলেন। কাঁধে করে পাথর এনে তিনি নির্মাণকারীদের হাতে দিতে লাগলেন।

একসময় নির্মাণকাজ প্রায় শেষ হয়ে এলো। ঠিক সে সময়েই বাঁধলো এক বিপত্তি। কা'বা শরীফে একটি পাথর ছিলো যার নাম 'হাজরে আসওয়াদ'। এটি আদম আলাই-হিস সালাম জান্নাত থেকে আসার সময় নিয়ে এসেছিলেন। এই পাথরটি নতুন করে কা'বাঘরে কে রাখবে; সেটা নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে গেলো। মক্কার প্রত্যেক গোত্রই বলতে লাগলো– 'এই পাথরটা অনেক সম্মানিত পাথর। এই সম্মানের উপযুক্ত কেবল আমরা। অতএব আমরাই এটাকে নির্ধারিত স্থানে রাখবো।'

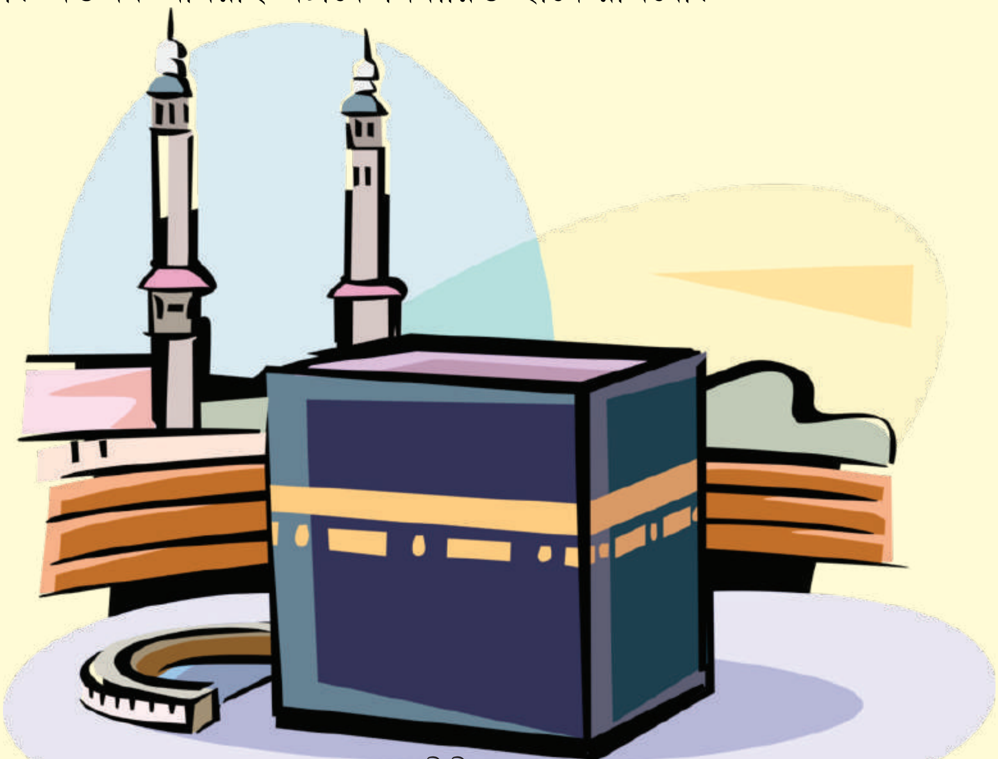

হাজরে আসওয়াদকে নিয়ে মক্কার লোকেরা যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত হয়ে গেলো। এই অবস্থা দেখে একজন প্রস্তাব করলো– এক কাজ করলে কেমন হয়? কাল সকালে যে সবার আগে কা'বা ঘরের আঙ্গিনায় প্রবেশ করবে সে আমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবে। আমরা তার কথা মেনে নেব।

পরদিন সকালে দেখা গেলো– সবার প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লায় প্রবেশ করছেন। তাকে দেখে সবাই বলে উঠলো, 'এই যে দেখো, আল আমীন এসে গেছে। আমরা সবাই তার ফায়সালায় খুশী থাকবো।'

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব শুনে প্রথমে সেই পাথরটিকে নিজের হাতে একটি চাদরের মধ্যে রাখলেন। এরপর প্রত্যেক গোত্রের নেতাকে চাদরের একেক পাশে ধরতে বললেন। এভাবে ধরে সবাই পাথরটিকে কা'বা ঘরের কাছে নিয়ে গেলো। তারপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটিকে নিজের হাতে নির্ধারিত স্থানে রেখে দিলেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সুন্দর ফায়সালার কারণে মক্কার লোকেরা একটা আসন্ন ভয়াবহ যুদ্ধ থেকে বেঁচে গেলো।

# মহিয়সী খাদিজা নবীজীকে খুব ভালোবাসতেন

খাদিজা রাযি. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রাণ উজাড় করে দিয়ে ভালোবাসতেন। সবসময় তার খেয়াল রাখতেন। কিভাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরাম হবে সেটা নিয়ে সারাক্ষণ বিচলিত থাকতেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার ছিলো মক্কার এক আদর্শ পরিবার। বিবি খাদিজার গর্ভে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশ কয়েকজন ছেলে মেয়ে জন্ম গ্রহণ করলেন।

কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে শান্তি ছিলো না। সারাদিন তিনি ভাবতেন সমাজের অশান্তি আর বিশৃংলার কথা। মানুষের উপর মানুষের জুলুম দেখে তার মন ভীষণ খারাপ হতো।

মক্কার লোকেরা তো একসময় হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আনুসারী ছিলো; কিন্তু তারা ধীরে ধীরে মূর্তিপুজা শুরু করে দিয়েছিলো।

কা'বা শরীফের কথাতো তোমরা জেনেছো! মক্কার লোকেরা সেই কা'বা শরীফের ভেতর অনেকগুলো মূর্তি ঢুকিয়ে রেখেছিলো। আল্লাহর ইবাদত না করে লোকেরা সেসব মূর্তির পূজা করতো।

ভাবো দেখি অবস্থাটা! মূর্তিপূজা করলে তো এমনিতেই আল্লাহ তা'আলা প্রচণ্ড রাগ করেন, তার উপর আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফেই যদি মূর্তিপূজা করা হয় তাহলে কেমন লাগে?